ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর জীবনি

17-January-2019

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط
اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَارَسُوۡلَ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا حَبِیۡبَ اللّٰہ
اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَا نَبِیَّ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا نُوۡرَ اللّٰہ
نَوَیۡتُ سُنَّتَ الۡاِعۡتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালা**র যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হাদীসে পাকের প্রসিদ্ধ কিতাব তিরমিযী শরীফে বর্ণিত রয়েছে: **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَوۡلَی النَّاسِ بِیۡ یَوۡمَ الۡقِیَامَۃِ اَکۡثَرُھُمۡ عَلَیَّ صَلَاۃً অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী ব্যক্তি সেই হবে, যে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি দরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।

(তিরমিযী, কিতাবুল বিতর, ২/২৭, হাদীস নং-৪৮৪)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِیَّۃُ الۡمُؤۡمِنِ خَیۡرٌ مِنۡ عَمَلِہٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)**

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনে**র সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✯ تُوۡبُوۡا اِلَی الله! ,اُذۡكُرُوا الله! ,صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেকীর দাওয়াত দেয়া কোন নতুন বা নগন্য কাজ নয় বরং এটি সেই মহান কাজ যা আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَیۡهِمُ السَّلَام খুবই সচারু রূপে সম্পন্ন করেছেন, অতঃপর যখন নবুয়তের দরজা বন্ধ হলো তখন **মাদানী আক্বা, হাবীবে কিবরিয়া, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রাণ উৎসর্গকারী সাহাবাগণ عَلَیۡهِمُ الرِّضۡوَان এবং বুযুর্গানে দ্বীনগণদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی এই মহান দায়িত্ব অর্পন করা হয়, উম্মতের সংশোধনের মাদানী প্রেরণায় উজ্জীবিত এই ব্যক্তিত্বরা যখন মানুষদের নেকীর দাওয়াত দেয়ার কাজ শুরু করে তখন ফুলের পাঁপড়ী বা মালা দিয়ে তাঁদের স্বাগত জানানো হয়নি বরং এই অনুগ্রহের পরিবর্তে তাদের উপর অত্যাচার ও নিপীড়নের স্টীম রোলার চালানো হয়, বন্দি করে কষ্ট দেয়া হয়, শরীরের চামড়াও উপড়ে নেয়া হয়েছে, উতপ্ত মরুভূমিতে হেঁচড়ানো হয়েছে, তীর, তলোয়ার ও বল্লম দিয়ে শরীরকে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে, এমনকি এই পথে সেই ব্যক্তিত্বরা নিজের প্রাণও বিসর্জন করতে দ্বিধা করেননি এবং অনেকে ও শাহাদতের সূধাও পান করে নিয়েছেন, মোটকথা যে মহান পদ্ধতিতে সেই **আল্লাহ** ওয়ালারা মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করার দায়িত্ব পালণ করেছেন, তা অতুলনীয়। এই মহান ব্যক্তিত্বদের মধ্যে একজন হলেন লাখো শাফেয়ীদের ইমাম, মহান আলিমে দ্বীন, মহান মুজতাহিদ

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ। আজ আমরা তাঁর জীবনি ও চরিত্র সম্পর্কে বয়ান শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করবে।

ইমাম শাফেয়ীর পরিচিতি

ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দির মহান ইমাম এবং সুদক্ষ মুজতাহিদ ছিলেন, তাঁর মুবারক বংশ আব্দে মুনাফে গিয়ে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুবারক বংশের সাথে মিলে যায়। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ১৫০ হিজরীতে ফিলিস্তিনের একটি গ্রামে জন্মগ্রহন করেন।

(কিতাবুস সাকাত লি ইবনে হাব্বান, নম্বর-২৯৯৭, ৫/৪০৬)

মায়ের স্বপ্ন

ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর জন্মের পূর্বে তাঁর আম্মাজান হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতিমা বিনতে আবদুল্লাহ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہَا স্বপ্নে দেখলেন যে, তাঁর শরীর থেকে বৃহস্পতি নামক প্রসিদ্ধ গ্রহ বের হলো এবং মিশরে গিয়ে পড়লো অতঃপর প্রতিটি শহরে এর টুকরো ছড়িয়ে পড়লো, অভিজ্ঞ স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারী এই স্বপ্নে এরূপ ব্যাখ্যা করলেন যে, আপনার গর্ভে এমন এক মহান আলিম জন্ম নেবে, যার জ্ঞান মিশরে প্রসার লাভ করবে এবং সেখানকার ইসলামী সাম্রাজ্যে প্রসার লাভ করবে।

(তারিখে বাগদাদ, মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস, ২/৫৭)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہَا এর বয়স যখন দুই বছর হলো তখন তার সম্মানিত পিতা ইন্তিকাল করেন। সম্মানিতা আম্মাজান তাঁকে মক্কায়ে মুকাররমা নিয়ে আসলেন, সেখানেই তিনি লালিত পালিত হতে লাগলেন এবং শিক্ষা-দীক্ষাও অর্জন করলেন। **(কিতাবুস সাকাতে লি ইবনে হাব্বান, নম্বর-২৯৯৭, ৫/৪০৬)**

প্রথম দিকে ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর আগ্রহ ভাষা শাস্ত্র এবং আরবী ছন্দের প্রতি ছিলো, পরবর্তিতে তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ হাদীস শাস্ত্র ও ফিকাহ শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জনে লিপ্ত হয়ে গেলেন আর এতে প্রবল দক্ষতা অর্জন করলেন, ভাষা শাস্ত্র এবং ছন্দকে ছেড়ে হাদীস ও ফিকাহের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করে ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ নিজেই বলেন: একদিন আমি প্রবল আগ্রহে আরবের

লাবিদ নামক কবির কবিতা পাঠ করছিলাম যে, হঠাৎ একটি উপদেশ মূলক অদৃশ্য আওয়াজ এলো: কবিতায় পড়ে নিজের সময় কেন নষ্ট করছো? যাও ফিকাহের জ্ঞান অর্জন করো। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: আমার মনে এই অদৃশ্য আওয়াজের অনেক প্রভাব পড়লো এবং আমি মক্কায়ে মুকাররমায় হযরত সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর দরবার থেকে জ্ঞান অর্জন করলাম, এরপর হযরত মুসলিম বিন খালিদ মন্‌জি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর কাছ থেকে জ্ঞানের ফয়েয অর্জন করলাম অতঃপর মদীনা মুনাওয়ারায় ইমাম মালেক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে গেলাম।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ইমাম শাফেয়ী, ৯/৮৩, হাদীস নং-১৩১৯১)

মাওলা আলী كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجۡہَہُ الۡکَرِیۡم আংটি প্রদান করলেন

এক বুযুর্গ বলেন: আমি ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কে বলতে শুনেছি: আমি স্বপ্নে হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجۡہَہُ الۡکَرِیۡم কে দেখলাম যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ আগমন করলেন। আমি দ্রুত তাঁর দিকে ধাবিত হলাম, সালাম আরয করলাম এবং মুসাফাহা করলাম। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ আমাকে বুকের সাথে লাগালেন এবং নিজের আঙ্গুল থেকে আংটি বের করে আমার আঙ্গুলে পরিয়ে দিলেন। সকাল বেলা যখন আমি ঘুম থেকে জাগ্রত হলাম তখন স্বপ্নে ব্যাখ্যাকারীকে আমার স্বপ্ন বর্ণনা করলাম তখন তিনি আমাকে বললেন: হে আবু আব্দুল্লাহ! আপনাকে সুসংবাদ! আপনার মসজিদে হারামে হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর দীদার করা জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তির সুসংবাদ স্বরূপ। আপনার তাঁর সাথে মুসাফাহা করা হিসাবের দিনের নিরাপত্তা স্বরূপ আর বাকী রইলো আপনার আঙ্গুলে আংটি পরানো, আর এর উদ্দেশ্য হলো যে, অতিশীঘ্রই সারা পৃথিবীতে আপনার প্রসিদ্ধি এমনভাবে হবে যেমন রয়েছে হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর প্রসিদ্ধি। **(তারিখে বাগদাদ, নম্বর-৪৫৪, ২/৫৮)**

ইলমে দ্বীনের প্রবল আগ্রহ এবং অসাধারণ স্মরণশক্তি

আল্লাহ তায়ালা ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কে অসাধারণ স্মরণশক্তি এবং উন্নত মেধা দ্বারা ধন্য করেছেন, যাকিছুই পড়তেন তা মুখস্ত হয়ে যেতো, তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ অল্প বয়সেই শুধু কোরআনে করীম হিফয করেননি বরং হাদীস

শরীফের প্রসিদ্ধ কিতাব মুয়াত্তা ইমাম মালেকও মুখস্ত করে নিয়েছিলেন। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন যে, যখন আমি কোরআনে করীম খতম করেছি তখন মসজিদে যেতে লাগলাম এবং ওলামায়ে কিরামগণের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی নিকট বসে হাদীসে মুবারাকা এবং শরয়ী মাসআলা শিখা ও মুখস্ত করা শুরু করলাম। মক্কায়ে মুকাররমায় আমাদের ঘর ওয়াদিয়ে খাইফে ছিলো, আমি কোন উজ্জ্বল হাঁড় দেখলে তাতে হাদীস ও মাসআলা লিখে নিতাম, এমনকি সেই হাঁড় দ্বারা আমাদের ঘরের কুপ ভরে গিয়েছিলো। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ইমাম শাফেয়ী, ৯/৮২, হাদীস নং-১৩১৮৬) হযরত সায়্যিদুনা রবি বিন সুলাইমান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন যে, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: একবার আমি ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ থেকে বোঝাইসহ উট নিলাম যাতে আমি তাঁর কাছ থেকে শুনা জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ইমাম শাফেয়ী, ৯/৮২, হাদীস নং-১৩১৮৮) হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হাকম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: আমি বাল্যকালেই জ্ঞান অন্বেষন করা শুরু করে দিই, অথচ আমার কাছে কোন সম্পদ ছিলো না। সুতরাং আমি মকতবে যেতাম এবং তীরের ছোট ছোট টুকরো নিয়ে তাতে হাদীসে মুবারাকা লিখে নিতাম।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ইমাম শাফেয়ী, ৯/৮৫, হাদীস নং-১৩১৯৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাবুন তো একবার! ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ. বাল্যকালেই পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে যান, যদি আমরা আমাদের মত করে চিন্তা করি তবে আমাদের ভাবনা অনুযায়ী এরূপ হতো যে, বয়স বৃদ্ধি সাথে সাথে সে পেট ভরা ও ঘর চালানোর জন্য কোন কাজকর্ম করতো, কোন কাজে দক্ষতা অর্জন করতো বা কোথাও চাকরী করতো কিন্তু তিনি এরূপ করেননি বরং ইলমে দ্বীনের প্রতি ধাবিত হয়ে গেলেন। মনে রাখবেন! **আল্লাহ তায়ালা** যে সকল মানুষের প্রতি তাঁর বিশেষ দয়ার দৃষ্টি দান করেন, দ্বীনের জ্ঞানও সেই বান্দাদের দান করেন। যেমনটি **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنۡ یُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَیۡرًا یُّفَقِّهۡهُ فِی الدِّیۡنِ অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা** যে ব্যক্তির কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।

(বুখারী, কিতাবুল ইলম, ১/৪২, হাদীস নং-৮১)

পূর্বের যুগে ইলমে দ্বীন শিখা খুবই কঠিন ছিলো, এতো সুযোগ সুবিধা কখনোই ছিলো না, যা আজ রয়েছে, কিন্তু এরপরও আমাদের বুযুর্গরা শুধু ইলমে দ্বীন অর্জন করেননি বরং তা দুনিয়াজুড়ে প্রসার করে দিয়েছেন। আজকের যুগে তো ইলমে দ্বীন অর্জন করা অনেক সহজ হয়ে গেছে, অহরহ স্থানে ইলমে দ্বীন শিখার সুযোগ বিদ্যমান কিন্তু এরপরও আমরা ইলমে দ্বীন অর্জনে অলসতার শিকার হয়ে আছি আর আমাদের পূর্ববর্তি বুযুর্গরা ঘরে আরামের বিছানা এবং প্রশান্তিময় ঘুমকে কোরবানি করে ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য দূর দুরান্তের শহরে সফর করতেন এবং এই পথে আসা সকল কষ্ট সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করতেন। মনে রাখবেন! ইলমে দ্বীনই একটি অনন্ত সম্পদ, ইলমে দ্বীন আম্বিয়ায়ে কিরামের পরিত্যাক্ত সম্পত্তি, ইলমে দ্বীন **আল্লাহ তায়ালা**র নৈকট্যের পথ, ইলমে দ্বীন হেদায়তের ঝর্ণাধারা, ইলমে দ্বীন গুনাহ থেকে বাঁচার মাধ্যম, ইলমে দ্বীন খোদাভীতি জাগ্রত করার উপায়, ইলমে দ্বীন দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান অর্জনের কারণ, ইলমে দ্বীন মৃত অন্তরের জীবন, ইলমে দ্বীন ঈমানের নিরাপত্তা, ইলমে দ্বীন **আল্লাহ তায়ালা**র সৃষ্টির ভালবাসা পাওয়ার কারণ। মোটকথা ইলমে দ্বীন অসংখ্য গুণাবলীর সমষ্টি, ইলমে দ্বীনে ধর্মও রয়েছে, ইলমে দ্বীনে দুনিয়াও রয়েছে, ইলমে দ্বীনে শান্তিও রয়েছে, ইলমে দ্বীনে প্রশান্তিও রয়েছে, ইলমে দ্বীনে স্বাদও রয়েছে, ইলমে দ্বীনে আরামও রয়েছে, সুতরাং বিচক্ষণতা এটাই যে, ইলমে দ্বীন অর্জনে লিপ্ত হয়ে দুনিয়ার পাশাপাশি আখিরাতের মুক্তিরও উত্তম ব্যবস্থা করা।

আফসোস! আমাদের সমাজের অধিকাংশই নাতো নিজে ইলমে দ্বীন শিখার প্রতি আগ্রহী আর না নিজের সন্তানদেরকে ইলমে দ্বীন শিখায়। নিজেদের মেধাবী সন্তানদের দুনিয়াবী জ্ঞান ও কৌশল তো বরাবর শিখায় কিন্তু ফরয উলুম, কোরআনে করীম পড়ানো এবং সুন্নাত শিখানোর প্রতি মনযোগ থাকেনা। এই আশা তো করে যে, আমার সন্তান ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসার এবং কম্পিউটার প্রোগ্রামার হোক কিন্তু নিজের সন্তানকে হাফিযে কোরআন, আলিমে দ্বীন এবং মুফতীয়ে ইসলাম বানানো চিন্তা একেবারেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। আহ! আমরা যদি আমাদের সন্তানদের ইলমে দ্বীন শিখিয়ে নিজের জন্য সদকায়ে জারিয়া রেখে যেতে সফল হতাম। কিন্তু মনে রাখবেন! এই আশা তখনই পূরণ হবে যখন আমাদের সন্তান ইলমে দ্বীনের

অফুরন্ত সম্পদে ভরপুর হবে। সুতরাং নিজের সন্তানদের বাল্যকাল থেকেই ইলমে দ্বীনের প্রতি আগ্রহী করে তুলুন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ইমাম মালেক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর কাছ থেকে ফয়েয অর্জন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর জীবনি সম্পর্কে শুনছিলাম, তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ খুবই মেধাবী এবং প্রখর স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন। বড় বড় কিতাব মুখস্ত করে নেয়া এবং সর্বদার জন্য নিজের মস্তিষ্কে সংরক্ষণ রাখা এটা তাঁর অনন্য কৃতিত্ব ছিলো। আসুন! তাঁর অনন্য স্মরণশক্তি সম্পর্কে একটি ঘটনা শ্রবন করি।

বর্ণিত আছে, যখন তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং আরয করলেন: আমি আপনার নিকট **"মুয়াত্তা"** পড়তে চাই। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বললেন: আমার কাতিব হাবীবের নিকট চলে যাও, তিনি এর কিরআত করেন। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ আরয করলেন: **আল্লাহ তায়ালা** আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হোক! আমার থেকে একপৃষ্ঠা শুনে নিন, যদি আমার পড়া ভাল লাগে তবে আপনাকে পড়ে শুনাবো অন্যথায় ছেড়ে দিবো। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বললেন: পড়ুন! তিনি একপৃষ্ঠা পড়লেন অতঃপর চুপ হয়ে গেলেন। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বললেন: আরো পড়ুন। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ আবারো পড়লেন তখন ইমাম মালেক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর খুবই ভাল লাগলো। অতঃপর তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ইমাম মালেক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর নিকট পুরো মুয়াত্তা পড়লেন এবং যখন আবারো উপস্থিত হলেন তখন ইমাম মালেক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বললেন: এমন কোন ব্যক্তি খুঁজে বের করো যে তোমাকে পড়াবে। তখন হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ আরয করলেন: হুযুর! আমি চাই যে, আপনি নিজেই আমার পড়া শ্রবণ করুন, যদি ভাল পড়তে না পারি তবে কোন পাঠদানকারীকে খুঁজে নিবো। ইমাম মালেক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: আচ্ছা! ঠিক আছে, পড়ুন! তখন হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুখস্ত পাঠ করলেন। তিনি

رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এতে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আমাকে দোয়া করলেন এবং অত্যধিক খুশি প্রকাশ করলেন।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ইমাম শাফেয়ী, ৯/৭৮, হাদীস নং-১৩১৭৭/১৩১৭৮/১৩১৮০)

ফতোয়া প্রদানের অনুমতি

আল্লাহ তায়ালা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর জ্ঞানের এমন দরজা খুলেছেন যার কোন উদাহরণ পাওয়া যায়না। তাঁর যোগ্যতা এবং জ্ঞানের শান ও শওকতের অনুমান এই বিষয়টি দ্বারা করুন যে, যখন তাঁর বয়স মুবারক মাত্র ১৫ বছর হলো তখন পরিপূর্ণ বিশ্বাসের কারণে তাঁর সম্মানিত ওস্তাদ এবং মক্কায়ে মুকাররমার মুফতীয়ে আযম হযরত সায়্যিদুনা মুসলিম বিন খালিদ যানজি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে ফতোয়া প্রদানের অনুমতি প্রদান করেন।

(কিতাবুস সাকাত লি ইবনে হাব্বান, মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস শাফেয়ী, নম্বর-২৯৯৭, ৫/৪০৬)

ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ওস্তাদ

ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ ওলামা ও মাশায়িকের ফয়েয অর্জনের সৌভাগ্য নসীব হয়েছে। তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মালেকীদের মহান ইমাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছ থেকেও অনেক লাভবান হন। তাঁর ওস্তাদের সংখ্যা অনেক বেশি কিন্তু যে ব্যক্তিত্বের প্রভাব তাঁর মাঝে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় তিনি হলেন ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর শাগরেদ ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান শায়বানি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ। হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন শাজা’ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: একবার ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খুবই কঠিন মাসআলার সমাধান উপস্থাপন করলেন, যা তাঁর নিজের কাছেই আশ্চার্যজনক ছিলো। বললেন: এটা আমার সম্মানিত ওস্তাদ মুহাম্মদ বিন হাসান শায়বানি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এরই ফয়েয। (মাকামাতে ইমামে আযম, ৫২৫ পৃষ্ঠা) ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: বিশ বছর ইমাম মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খেদমতে ছিলাম এবং আমি তাঁর কাছ থেকে যেরূপ উপকারীতা গ্রহন করেছি যদি তা লিখিত আকার দেয়া হয় তবে তা বহন করার জন্য একটি উট প্রয়োজন হবে। নিঃসন্দেহে যদি ইমাম মুহাম্মদ না হতেন তবে আমার দ্বীনের জ্ঞান অর্জন নসীব হতো না। (মাকামাতে ইমামে আযম, ৫৩২ পৃষ্ঠা) ইমাম মালেক এবং ইমাম মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمَا দের মতো ইলম ও মর্যাদা সম্পন্ন ওলামাদের

ফয়যানে ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কে জ্ঞানের সমুদ্র বানিয়ে দিয়েছেন, তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ শুধু হাফিযুল হাদীস (অর্থাৎ এক লক্ষ হাদীসের হাফিয) ছিলেন না বরং হাদীসের অর্থ ও উদ্দেশ্য, বর্ণনাকারীর অবস্থা এবং হাদীসের অবস্থা ইত্যাদি বিশ্লেষণেও পরিপূর্ণ অভিজ্ঞ ছিলেন।

ইমাম শাফেয়ীর মেধা এবং হাদীসের খেদমত

আল্লাহ তায়ালা ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কে অনেক উচ্চ মেধা সম্পন্ন ও উচ্চ পর্যায়ের ইলমে দ্বীনের মর্যাদা দান করেন। হযরত আবু উবাইদ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: مَا رَاَیۡتُ اَحَدًا اَعۡقَلَ مِنَ الشَّافِعِی অর্থাৎ আমি ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর চেয়ে বেশি জ্ঞানী দেখিনি। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯/১০১, হাদীস নং-১৩২১৭) ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর ফযীলত ও উৎকর্ষতার অনুমান এই বিষয়টি দ্বারা করা যায় যে, **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: عَالِمُ قُرَیۡشٍ یَمۡلَاُ طِبَاقَ الۡاَرۡضِ عِلۡمًا অর্থাৎ কোরাইশের একজন আলিম দুনিয়াকে জ্ঞান দ্বারা পূর্ণ করে দিবে। অনেক ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام বলেন যে, এই হাদীসে পাকে ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। আল্লামা আব্দুর রউফ মানাভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন যে, এই হাদীসে পাকে কোরাইশের যে আলিমে কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি হলেন ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ। (ফয়যুল কদীর, ২/১৩৪, ১৪৬০ নং হাদীসের টিকা) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: যেভাবে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয প্রথম শতাব্দীর মুজাদ্দীদ ছিলেন, তেমনি ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ দ্বিতীয় শতাব্দির মুজাদ্দীদ। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯/১০৫, হাদীস নং-১৩২৩৬) তিনি আরো বলেন: ত্রিশ বছর আমার কোন রাত এরূপ অতিবাহিত হয়নি, যে রাতে আমি ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর জন্য দোয়া করিনি। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯/১০৫, হাদীস নং-১৩২৩৭) ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ জীবন ভর হাদীসে নববীর খেদমত করে গেছেন, যখন ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ইরাকে তাশরীফ নিয়ে আসেন তখন সেখানকার ওলামায়ে কিরামগণ তাঁকে নাসেরুল হাদীস উপাধী দ্বারা ধন্য করেন। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯/১১৪, হাদীস নং-১৩২৭৭) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: আমি ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর চেয়ে বেশি কাউকে হাদীসের অনুসরন করতে দেখিনি। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯/১১৪, হাদীস নং-১৩২৭৬)

ইমাম শাফেয়ীর গুণাবলী

হে আশিকানে আউলিয়া! জ্ঞানের পরিসীমা এবং গুরুত্ব ও মর্যাদায় তো ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ অতুলনীয় ছিলেন, পাশাপাশি তাকওয়া ও পরহেযগারী, খোদাভীতি, ইবাদতের আধিক্য, উম্মতের সংশোধনের প্রেরণা, আখিরাতের চিন্তা, সদাচরণ, যুহুদ ও তাকওয়া, বিনয় ও নম্রতা, শরীয়তের অনুসারী, ক্ষমা ও মার্জনা, ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা, **আল্লাহ তায়ালার** ভালবাসা, নফসের নিরীক্ষণ এবং শয়তানের বিরোধীতা সহ আরো অনেক উন্নত গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। আসুন তাঁর ইবাদত এবং রাত্রী জাগরণের তিনটি (৩) বর্ণনা শ্রবণ করি:

১. হযরত সায়্যিদুনা হারুন বিন সাঈদ رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর মতো কাউকে দেখিনি। তিনি মিশরে আমাদের নিকট তাশরীফ নিয়ে আসেন তখন লোকেরা বললো: একজন কোরাইশি ফকীহ আমাদের নিকট এসেছে। অতএব আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম তখন তিনি নামায পড়ছিলেন। আমরা তাঁর চেয়ে সুন্দর চেহারার অধিকারী এবং উত্তমভাবে নামায আদায়কারী আর কাউকে দেখিনি। আমরা অপেক্ষা করতে রইলাম, যখন তিনি নামায আদায় করে নিলেন তখন কথাবার্তা শুরু করলেন। আমরা তাঁর চেয়ে সুন্দরভাবে কথা বলা ব্যক্তি আর দেখিনি। **(রওযুল ফায়েক ফিল মওয়ায়েযুল রিকাক, ২১০ পৃষ্ঠা)**

২. ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ রাত তিন ভাগ করতেন, প্রথম ভাগে লেখনি ও সংকলনের কাজ করতেন, দ্বিতীয় ভাগে নফল নামায পড়তেন এবং তৃতীয় ভাগে আরাম করতেন। হযরত সায়্যিদুনা রবি বিন সুলাইমান رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ প্রতিদিন একবার কোরআনে করীম এবং রমযানের নফল নামাযে ষাটবার কোরআনে করীম খতম করতেন।

(রওযুল ফায়েক ফিল মওয়ায়েযুল রিকাক, ২০৭ পৃষ্ঠা)

৩. হযরত সায়্যিদুনা হাসান কারাবিসি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: আমি বহুবার হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর সঙ্গে রাত অতিবাহিত করেছি। আমি দেখেছি যে, তিনি রাতের এক তৃতীয়াংশ নামায পড়তেন এবং কখনো পঞ্চাশ আয়াতের বেশি তিলাওয়াত করতেন না, যদি কখনো বেশি পড়তেন তবে ১০০ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছতেন। যখন কোন রহমতের আয়াত তিলাওয়াত করতেন তখন

আল্লাহ তায়ালার দরবারে নিজের জন্য এবং সকল মুমিনের জন্য আনুগত্যে অটল থাকার দোয়া করতেন আর যখন কোন আযাবের আয়াত পাঠ করতেন তখন তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এবং **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট নিজের জন্য এবং সকল ঈমানদারদের মুক্তির জন্য দোয়া করতেন।

(তারিখে বাগদাদ, নম্বর-৪৫৪, মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস শাফেয়ী, ২/৬১)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অধিকহারে **আল্লাহ তায়ালা**র ইবাদত করা আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ السَّلَام বৈশিষ্ট্য, **আল্লাহ তায়ালা**র ইবাদত করা আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَہُمُ اللّٰہُ السَّلَام পদ্ধতি, **আল্লাহ তায়ালা**র ইবাদত করা অন্তরে **আল্লাহ তায়ালা**র ভালবাসা সৃষ্টির উপায়। **আল্লাহ তায়ালা**র ইবাদত করা শয়তানের ফাঁদ থেকে মুক্তির উপায়। **আল্লাহ তায়ালা**র ইবাদত করা **আল্লাহ তায়ালা**র নৈকট্য লাভের উপায়। **আল্লাহ তায়ালা**র ইবাদত করা গুনাহের রোগ থেকে আরোগ্য লাভের উপায়। **আল্লাহ তায়ালা**র ইবাদত করা জাহেরী ও বাতেনী সংশোধনের মাধ্যম। **আল্লাহ তায়ালা**র ইবাদত করা রুহের সতেজতার উপায়, **আল্লাহ তায়ালা**র ইবাদত করা অন্তরের প্রশান্তির কারণ। **আল্লাহ তায়ালা**র ইবাদত করা শরীয়তের চাহিদা, **আল্লাহ তায়ালা**র ইবাদত করা সকল মুমিন বান্দার উপর হক এবং **আল্লাহ তায়ালা**র ইবাদত করা মানুষ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য। যেমনটি ২৭তম পারার সূরা যারিয়াতের ৫৬ নং আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে ইরশাদ করেন:

وَمَا خَلَقۡتُ الۡجِنَّ وَالۡاِنۡسَ اِلَّا لِیَعۡبُدُوۡنِ ﴿۵۶﴾

(পারা ২৭, সূরা যারিয়াত, আয়াত ৫৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর আমি জ্বীন ও মানব এতটুকুর জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, আমার ইবাদত করবে।

হে আশিকানে রাসূল! এই আয়াতে মুবারাকায় এই বিষয়টি স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে যে, মানুষ ও জ্বীনকে **আল্লাহ তায়ালা**র ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যখন আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা **আল্লাহ তায়ালা**ই আমাদেরকে আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য (Purpose) বলে দিয়েছেন, তখন আমাদের উপরও আবশ্যক যে, আমরা এই উদ্দেশ্য অর্জনে লিপ্ত হয়ে যাওয়া এবং অধিকহারে **আল্লাহ তায়ালা**র

ইবাদত করা আর এই বিষয়টিও স্পষ্ট যে, যেখানে ইবাদত করার আদেশ দেয়া হয়েছে, সেখানে ইবাদত কিভাবে করতে হবে তারও নিদের্শনা দিয়েছেন, সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আমরা যেনো ইবাদত করার পদ্ধতি শিখি এবং সেই অনুযায়ী ইবাদত করি। যেমন; নফল নামায পড়ি বা ফরয নামায পড়ি তবুও এর হক আদায় করতে হবে। কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে ইবাদত করতে হয়, তাই কোরআন করীম বিশুদ্ধভাবে পাঠ করা শিখতে হবে, ফরয হজ্ব আদায় করতে হলে তবে হজ্বের প্রয়োজনিয় মাসআলা ও আহকাম শিখতে হবে, যাকাত ফরয হওয়াবস্থায় যাকাতের মাসআলা শিখতে হবে।

যদি আমরা বুযুর্গানে দ্বীনদের জীবনি অধ্যয়ন করি তবে আমরা জানবো যে, ✲ **আল্লাহ তায়ালা**র সকল নেক বান্দা ইবাদত ও রিয়াযতের প্রেমিক ছিলেন, ✲ তাঁদের রাত-দিন ইবাদত ও বন্দেগীতেই অতিবাহিত হতো, ✲ সর্বদা **আল্লাহ তায়ালা**র স্মরণে নিজের সময় অতিবাহিত করা তাঁদের প্রিয় কাজ ছিলো। আউলিয়ায়ে কিরামের জীবনিতে ইলম অর্জন এবং ইবাদত উভয়টিই স্পষ্টভাবে পাওয়া যাবে।

আসুন! ইবাদতের আগ্রহ বৃদ্ধি করতে এবং বুযুর্গদের পদাঙ্ক অনুসরন করে চলার নিয়্যতে আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ইবাদতের আধিক্য সম্পর্কিত দু'টি ঘটনা শ্রবণ করি।

রাতভর ইবাদত ও দিনভর রোযা

১. বর্ণিত আছে যে, হযরত সায়্যিদুনা হাবীব নাজ্জার رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ রাতভর ইবাদত করতেন এবং দিনভর রোযা রাখতেন আর ইফতারের জন্য যে খাবার আনা হতো তাও অপরকে বন্টন করে দিতেন এবং নিজে সারা রাত ক্ষুধার্ত অবস্থায় নামায়ে অতিবাহিত করে দিতেন। যখন সকাল নিকটবর্তী হতো তখন বিনয় ও নম্রভাবে **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে আরয (দোয়া) করতেন: আমি অলসতার সাগরে ডুবে আছি এবং গুনাহের ময়দানে চলছি। হে **আল্লাহ**! এই তোমার অপদস্ত, গুনাহগার এবং দূর্বল বান্দা তোমার দয়ার দরজায় উপস্থিত এবং তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থী। **(রওযুল ফায়েক, ২৪৬ পৃষ্ঠা)**

নুরানী প্রদীপ আলোকিত হয়ে যেতো!

২. তাঁর যুগের ওলীয়া হযরত হাফসা বিনতে সীরিন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہَا যিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার জ্ঞান সম্পন্ন অনেক বড় আলিমা ও ইমাম হযরত মুহাম্মদ বিন সীরিন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর বোন ছিলেন, তিনি বসরা শহরের খুবই ইবাদত গুজার মহিলা ছিলেন, তিনি সারা রাত নামায পড়ে কাটিয়ে দিতেন এবং নামাযে অর্ধেক কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। অনেকসময় নিজের নামায পড়ার স্থানে এতদেরী পর্যন্ত নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তার প্রদীপ (Lamp) নিভে যেতো, কিন্তু তাঁর জন্য সকাল পর্যন্ত (প্রদীপের আলো ব্যতীত) ঘর আলোকিত থাকতো।

(রুহুল বয়ান, ৬/২৪২, সূরা ফোরকান, ৬৪ নং আয়াতের পাদটিকা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি হলো "ছুটির দিনের ইতিকাফ"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গুনাহের পিছু ছাড়াতে এবং ইবাদতের মানসিকতা বানাতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং যেলী হালকার মাদানী কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহন করুন। যেলী হালকার **১২**টি মাদানী কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক একটি কাজ হলো **"ছুটির দিনের ইতিকাফ"**। ছুটির দিন শহরের এলাকা এবং পার্শবর্তী গ্রাম-গঞ্জে গিয়ে সেখানকার মসজিদকে আবাদ করার পাশাপাশি স্থানীয় আশিকানে রাসূলকে নেকীর দাওয়াত দিয়ে ইলমে দ্বীন শিখা ও শেখানো উৎসাহ প্রদান করা হয়। ✲ اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ **ছুটির দিনের ইতিকাফে** ইসলামী ভাইদের সুন্নাত ও আদব এবং মাদানী দরস ইত্যাদি শেখানোর অত্যন্ত উপকারী একটি মাধ্যম। ✲ **ছুটির দিনের ইতিকাফে**র বরকতে মসজিদ আবাদ হয়। ✲ **ছুটির দিনের ইতিকাফে**র বরকতে মসজিদে অতিবাহিত করা প্রতিটি মুহূর্ত ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়। ✲ **ছুটির দিনের ইতিকাফে**র বরকতে মসজিদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা এবং তাতে অত্যধিক সময় অতিবাহিত করার ফযীলত অর্জিত হয়। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ নিজের অধিকতর সময় মসজিদের অতিবাহিত করার অনেক ফযীলত রয়েছে যে,

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত যে, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমরা কোন ব্যক্তিকে দেখো যে, সে

মসজিদে অধিকহারে আসা যাওয়া করছে, তবে তার ঈমানের সাক্ষ্য দাও, কেননা **আল্লাহ তায়ালা** ১০ম পারার সূরা তাওবার ১৮ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ

(পারা ১০, সূরা তাওবা, আয়াত ১৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আল্লাহর মসজিদসমূহের তারাই আবাদ করে, যারা **আল্লাহ** ও ক্বিয়ামতের উপর ঈমান আনে, নামায কায়েম রাখে, যাকাত প্রদান করে।

(তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান, বাবু মা'জা ফি হুরমাতুস সালাত, ৪/২৮০, হাদীস নং-২৬২৬)

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরও মসজিদ আবাদ করার, নামায প্রতিষ্ঠা করার এবং যাকাত দেয়ার তৌফিক দান করুন। নেকীর প্রতি অটলতা লাভ করতে উত্তম পরিবেশ খুবই প্রয়োজন অন্যথায় মানুষ নেকীর ফযীলত পড়ে বা শুনে নিজের মানসিকতা বানিয়ে নেয় যে, এবার আমি আর **আল্লাহ তায়ালা**র অবাধ্যতা করবো না, এখন থেকে ব্যস নেকীর প্রতি মন লাগাবো কিন্তু মন্দ সহচর্য প্রতিবন্ধক হয়ে যায়, যা নেকীর প্রতি অটলতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অনেক সময় না করার কাজে মানুষের সময় নষ্ট করার পাশাপাশি অনেক নেকী থেকেও বঞ্চিত করে দেয়।

ঘুড়ি উড়ানোর আগ্রহী!

বাবুল মদীনার (করাচী) এক ইসলামী ভাই ঘুড়ি উড়ানোর নেশায় মত্ত ছিলো, ভিডিও গেমস ও মার্বেল খেলা ইত্যাদি তার ব্যস্ততায় অর্ন্তভূক্ত ছিলো। প্রত্যেকের কাজে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করা, মানুষের সাথে ঝগড়া করা, কথায় কথায় মারামারি করা ইত্যাদি মন্দ কাজে সে গ্রেফতার ছিলো। সৌভাগ্যবশতঃ এক ইসলামী ভাইয়ের ইনফিরাদী কৌশিশে সে রমযানুল মুবারকের শেষ ১০ দিন তার এলাকার মসজিদে ইতিকাফকারী হয়ে গেলো। যেখানে সে অনেক ভাল ভাল স্বপ্ন দেখতে লাগলো এবং খুবই প্রশান্তি অনুভব করলো। এরপর সে আরো দুই বছর ইতিকাফের সৌভাগ্য অর্জন করলো। একবার তাদের মসজিদের মুয়াজ্জিন সাহেব ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাকে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী মারকয ফয়যানে মদীনায় (বাবুল মদীনা, করাচী) অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়ে গেলো। একজন মুবাল্লিগ সুন্নাতে ভরা বয়ান করছিলো, যে সাদা পোশাক ও খয়েরী চাদরে আবৃত, মুখে এক মুষ্ঠি দাঁড়ি আর

মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজানো ছিলো। এমন উজ্জ্বল চেহারা সে জীবনে প্রথমবারই দেখলো। মুবাল্লিগের চেহারার আকর্ষণ ও উজ্জলতা তার হৃদয় কেড়ে নিলো আর সে **দাওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ সে এক মুষ্ঠি দাঁড়িও সাজিয়ে নিয়েছে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অন্যান্য নেক আমলের ন্যায় ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ দয়া দাক্ষিণ্যেও অতুলনীয় ছিলেন। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ প্রচুর সম্পদ ব্যয় করতেন, দান করা এবং হকদারদের মাঝে সম্পদ বন্টন করা তাঁর অভ্যাসে অন্তর্ভূক্ত হয়ে গিয়েছিলো। আসুন! ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর দানশীলতা সম্পর্কে চারটি (৪) ঘটনা শ্রবণ করি।

১. হযরত সায়্যিদুনা হামিদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ নিজের কোন কাজে ইয়ামেন তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন। যখন মক্কায়ে মুকাররমায় زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِيۡمًا ফিরে আসলেন তখন তাঁর নিকট দশ হাজার দিরহাম ছিলো। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ মক্কা শরীফের বাইরেই তাবু স্থাপন করলেন। লোকেরা তাঁর নিকট আসতে থাকে, যখন তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তাবু থেকে বাইরে বের হলেন তখন সমস্ত সম্পদ **আল্লাহ তায়ালা**র পথে বন্টন করা হয়ে গিয়েছিলো। **(রওযুল ফায়েক, ২০৮ পৃষ্ঠা)**

২. হযরত সায়্যিদুনা রবিই رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: যখন আমর বিবাহ হলো তখন হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কত মোহর নির্ধারন করেছো? আরয করলাম: ত্রিশ (৩০) দিনার। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ আবারো জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার স্ত্রীকে কত দিয়েছো? আমি আরয করলাম: ছয় দিনার। তখন তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ আমাকে একটি থলে পাঠালেন, যাতে চব্বিশ দিনার ছিলো এবং ২০১ হিজরীতে আমাকে জামে মসজিদের মুয়াজ্জিন হিসেবে নিয়োগ দিলেন। **(শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, ৭/৪৫২, হাদীস নং-১০৯৬২)**

৩. একদিন হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বাহনে আরোহন করে কোথাও যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর হাত থেকে চাবুক পড়ে গেলো। একব্যক্তি উঠিয়ে দিলেন তখন তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তাকে পঞ্চাশ দিনার দিলেন। **(রওযুল ফায়েক, ২০৮ পৃষ্ঠা)**

৪. একবার হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ গোসলখানা থেকে বের হলেন। তাঁর নিকট অনেক মালামাল ছিলো। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ সমস্ত মালামাল গোসলখানার মালিককে দিয়ে দিলেন। (রওযুল ফায়েক, ২০৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কৃপণতা ও দানশীলতা দু'টি এমন বিষয় যা একটি আরেকটির বিপরীত (Opposite)। কৃপণতার শাব্দিক অর্থ হলো অতিলোভী (Conjuction) এবং যে স্থানে সম্পদ ও মালামাল ব্যয় করা প্রয়োজন, সেখানে ব্যয় না করা, এটাই কৃপণতা। (হাদীকাতুন নাদীয়া, ২/২৭)

আর হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ ইহইয়াউল উলুমে দানশীলতার সংজ্ঞা এভাবে বর্ণনা করেন যে, অহেতুক ব্যয় (Extravagant) ও কৃপণতা তাছাড়া প্রশস্ততা ও কঠোরের মধ্যবর্তী পন্থার নামই হলো দানশীলতা (Generosity)। (ইহইয়াউল উলুম,৩/৭৮০)

দানশীলতা ও কৃপণতার সংজ্ঞা

হাকীমুল উম্মত, মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন যে, আরবের প্রচলিত ভাষায় সাধারণত **সখী** (উদার) বলা হয়, যে নিজেও খায় এবং অপরকেও খাওয়ায়, আর **জাওয়াদ** (দাতা) হলো, যে নিজে খায়না, অপরকে খাওয়ায়। তাই **আল্লাহ তায়ালাকে সখী** (উদার) বলা হয়না (**জাওয়াদ** (দাতা) বলা হয়)। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/২২১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কৃপণতা ও দানশীলতা উভয়টির সম্পর্ক সম্পদের সাথে, একটি খুবই উন্নত গুণ আর অপরটি খুবই মন্দ। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সম্পদ কারো নিকট না অনন্তকাল ছিলো, না অনন্তকাল থাকবে, সুতরাং যদি **আল্লাহ তায়ালা** কোন সৌভাগ্যবানকে এই নেয়ামত দ্বারা ধন্য করে, তবে তার উচিৎ যে, সে যেনো সেই নেয়ামতের গুরুত্ব দেয় এবং তাঁর অকৃতজ্ঞতা থেকে বেঁচে থাকে, এই নশ্বর ধন-সম্পদকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যেনো জমা না করে, বরং মাঝে মাঝে তা **আল্লাহ তায়ালার** পথে ব্যয় করে নিজেকে দানশীলতায় আবদ্ধ করা, মনে রাখবেন, যে ব্যক্তি দানশীলতার পরিবর্তে কৃপণতা অবলম্বন করে, তার মনের প্রশান্তি নসীব

হয় না, এরূপ ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদাচরণ করে না, নেকীর কাজে ব্যয় করাকে অহেতুক ব্যয় মনে করে, মোটকথা যদি কখনো কোন নেক কাজে অংশগ্রহন করেও নেয় তবে অবস্থা এমন হয় যে, নাম প্রকাশ হওয়ার আশা করে, কৃপণ ব্যক্তি সম্পদ জমা করাকে নিজের কৃতিত্ব মনে করে, হকদারকে বঞ্চিত করে তাদের অসন্তুষ্টি অর্জন করে নেয়, তাদের দোয়া থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে নেয়, মানুষকে নিজের সম্পর্কে অপবাদ, কু-ধারণা এবং গীবতে লিপ্ত করে দেয় আর কৃপণতার কারণে যাকাত ও ফিতরা ইত্যাদি এবং ওয়াজিব সদকা আদায়ে অলসতা করে **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর মাদানী হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে অসন্তুষ্ট করে এবং নিজেরকে জাহান্নামের অধিকারী করে নেয়। আসুন! কৃপণতার ধ্বংসলীলা সম্বলিত **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবণ করি:

১. اِنَّ اللّٰہَ یُبۡغِضُ الۡبَخِیۡلَ فِیۡ حَیَاتِہٖ السَّخِیَّ عِنۡدَ مَوۡتِہٖ অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা** ঐ ব্যক্তিকে অপছন্দ করেন, যে বান্দা জীবনভর কৃপণতা করে এবং মৃত্যুর সময় দানশীলতা করে।
(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আখলাক, ২য় অংশ, ৩/১৮০, হাদীস নং-৭৩৭৩)

২. مَا مَحَقَ الۡاِسۡلَامُ شَیۡأً مَحۡقَ الشُّحِّ অর্থাৎ ইসলাম কোন বিষয়কে এতটুকু নিশ্চিহ্ন করেনি, যতটুকু কৃপণতাকে করেছে। **(মু'জামু আওসাত, ২/১৫১, হাদীস নং-২৮৪৩)**

৩. দানশীলতা জান্নাতের একটি বৃক্ষ, আর যে দানশীল হলো তবে সে সেই বৃক্ষের শাখা আঁকড়ে ধরলো, সেই শাখা তাকে ছাড়বে না, এমনকি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবে। আর কৃপণতা জাহান্নমের একটি বৃক্ষ, আর যে কৃপণ হলো তবে সে এর শাখা আকঁড়ে ধরলো, তা তাকে ছাড়বে না, এমনকি তাকে আগুনে প্রবেশ করিয়ে দিবে। **(শুয়াবুল ঈমান, ৭/৪৩৫, হাদীস নং-১০৮৭৭)**

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এই শেষোক্ত হাদীসে পাকের আলোক বলেন: অর্থাৎ দানশীলতার শিখড় জান্নাতে এবং এর শাখা প্রশাখা দুনিয়ায়, যেহেতু দানশীলতার প্রকারভেদ রয়েছে, তাই ইরশাদ করা হয়েছে যে, দুনিয়ায় সেই বৃক্ষের শাখা অনেক প্রসারিত হয়ে আছে, যেমনটি কোরআনে করীমে ইরশাদ হয়েছে, কলেমা তায়্যিবার শিখড় মানুষের অন্তরে এবং শাখা আসমানে (আর তা) সর্বদা তার ফল দেয়, এই হাদীসেও তুলনা বর্ণনা করা হয়েছে। (তিনি আরো বলেন) শরীয়াতে দানশীলতার সর্বনিম্ন স্তর হলো যে, মানুষ ফরয

সদকা আদায় করবে এবং তরীকতের সর্বনিম্ন স্তর হলো যে, শুধুমাত্র ফরয দিয়েই তুষ্ট না হওয়া, নফল সদকাও দেয়া। হাকীকত ও মারেফাত ওয়ালাদের নিকট এর সর্বনিম্ন স্তর হয়ে যে, নিজের প্রয়োজনিতার উপর অপরের প্রয়োজনিয়তাকে প্রাধান্য দেয়া। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৩/৯১)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ আমরা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর জীবনি এবং চরিত্র সম্পর্কে কিছু মাদানী ফুল অর্জন করলাম, বুযুর্গদের জীবনি এবং চরিত্র বর্ণনা করার মূল উদ্দেশ্য এটাই যে, আমরাও যেনো তাঁদের মতো হওয়ার চেষ্টা করি, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরন করে চলি এবং তাঁদেরই মতো জীবন অতিবাহিতকারী হয়ে যাই। নিঃসন্দেহে বর্তমানে দ্বীন থেকে দূরত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে, মুসলমান আমল থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, এমন পরিবেশে যদি **আল্লাহ তায়ালার** নেক বান্দাদের চরিত্র সম্পর্কে শুনানো হয় এবং এর প্রতি আমল করানো হয় তবে দুনিয়ায় সফলতা অর্জিত হয়ে যাবে, এতে শুধু বুযুর্গানে দ্বীনের ভালবাসা অন্তরে সৃষ্টি হবে না বরং নেককার হওয়ার প্রেরণাও জাগ্রত হবে।

খেলোয়াড়দের সংশোধন মজলিশ!

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** প্রায় ১০৫টি বিভাগে দ্বীনের খেদমত করে যাচ্ছে, খেলোয়াড়দের সংশোধান ও প্রশিক্ষণের জন্যও একটি বিভাগ **"খেলোয়াড়দের সংশোধান মজলিশ"** নামে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার মূল উদ্দেশ্য খেলার (Sports) সাথে সম্পৃক্ত মানুষদের মাঝে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** বার্তাকে প্রসার করা এবং তাদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সাথে সম্পৃক্ত করে এই মাদানী উদ্দেশ্য **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার মাদানী মানসিকতা প্রদান করা। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ অনেক খেলোয়াড় এবং তাদের পরিবার পরিজনদেরকে মাদানী উদ্দেশ্য **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে"** এর মানসিকতা প্রদান করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

কবরস্থানে উপস্থিতির সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর **"১৬৩ মাদানী ফুল"** রিসালা থেকে কবরস্থানে উপস্থিতির সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি। ✲ **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করার জন্য নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো কেননা সেটা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির কারণ, আর আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।" (ইবনে মাজাহ্, ২য় খন্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৫৭১) ✲(অলী-**আল্লাহ**র মাজার শরীফ) বা কোন মুসলমানের কবর যিয়ারতের জন্য যেতে চাইলে মুস্তাহাব হচ্ছে, প্রথমে নিজের ঘরে (মাকরুহ ওয়াক্ত না হলে) দুই রাকাত নফল নামায পড়া, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে একবার আয়াতুল কুরসী ও তিনবার সূরা ইখলাস পড়ে এ নামাযের সাওয়াব সাহিবে কবরকে পৌছিয়ে দেয়া। **আল্লাহ তায়ালা** সেই মৃত ব্যক্তির কবরে নূর সৃষ্টি করবে এবং এ (সাওয়াব প্রেরণকারী) ব্যক্তিকে অনেক বেশী সাওয়াব প্রদান করবেন। (ফতোওয়ায়ে আলমগীরি, ৫ম খন্ড, ৩৫০ পৃষ্ঠা) ✲ মাজার শরীফ বা কবর যিয়ারতের জন্য যাওয়ার সময় রাস্তায় অনর্থক কথায় মশগুল না হওয়া। (প্রাগুক্ত)

ঘোষণা

কবরস্থানে উপস্থিতি সম্পর্কে অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই সুন্নাত ও আদব সমূহ জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমাঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

(৩) রহমতের ৭০টি দরজাঃ

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبُّ وَتَرۡضٰی لَہٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاَنۡزِلۡہُ الۡمَقۡعَدَ الۡمُقَرَّبَ عِنۡدَکَ یَوۡمَ الۡقِیَامَۃِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَی اللّٰہُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاھُوَ اَھۡلُہٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীসঃ ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলোঃ

لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ الۡحَلِیۡمُ الۡکَرِیۡمُ سُبۡحَانَ اللّٰہِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبۡعِ وَرَبِّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِیۡمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)